তারিখ ... 8 MAY 2018 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৬ ...

সংবাদ

বিতর্কিত ব্যক্তিদের দিয়ে বেসরকারি স্কুল ও কলেজগুলোকে নিয়ন্ত্রণে আনার উদ্যোগ

রাকিব উদ্দিন

বিতর্কিত ও নানা ধরনের অনিয়মের সাথে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দিয়ে রাজধানীর নিয়ন্ত্রণহীন বেসরকারি স্কুল ও কলেজগুলোকে নিয়ন্ত্রণে আনার উদ্যোগ নিচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। বিতর্কিত ব্যক্তিদের দিয়েই রাজধানীর এমপিওভুক্ত (মাছুলি পে অর্ডার) ও ননএমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নানা অনিয়ম ও গলাকাটা ফি আদায় বন্ধে শিগগিরই শুরু হচ্ছে ঝোরালো অভিযান। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি ও অনিয়ম বন্ধে সম্প্রতি বিতর্কিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠন করা হয়েছে ৮ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি। কমিটি প্রাথমিকভাবে প্রায় অর্ধশতাধিক প্রতিষ্ঠানের অনিয়মের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছে। স্বাভাবিক কারণে অভিযানের সফলতা সম্পর্কে সংশ্লিষ্টরা সংশয় প্রকাশ করেছেন।

রাজধানীর বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর নানা ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতি অনুসন্ধানে সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব (মাধ্যমিক) রাকিবুর রহমানকে আহ্বায়ক করে ৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সদস্য সচিব হলেন একই মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (মাধ্যমিক) আইয়ুব হোসেন। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (মাধ্যমিক) প্রফেসর জাকির হোসেন, মাউশি'র ঢাকা অঞ্চলের উপপরিচালক রেবেকা সুলতানা, ঢাকার ডিসি অফিসের একজন প্রতিনিধি এবং ঢাকা বোর্ডের বিদ্যালয় পরিদর্শক মো. শাহেদুল খবির চৌধুরী। আর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পক্ষে ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ রোকেয়া আখতার বেগম এবং আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ শাহান আরা বেগমকে কমিটির সদস্য করা হয়েছে। মাউশি'র ঢাকা অঞ্চলের উপপরিচালক রেবেকা সুলতানা, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ শাহান আরা বেগম এবং ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ রোকেয়া আক্তার বেগমকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অনিয়ম ও গলাকাটা ফি আদায় বন্ধের কমিটিতে রাখায় সংশ্লিষ্টরা এটিকে তামাশার কমিটি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। কারণ উপরোক্ত তিনজনের বিরুদ্ধেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতি, অনিয়ম, স্বজনপ্রীতির অভিযোগ রয়েছে। নানা অনিয়মের দায়ে তারা বিভিন্ন সময়ে বহিষ্কারসহ বিভিন্ন ধরনের শাস্তিও ভোগ উদ্যোগ : পৃষ্ঠা : ১১ ক : ৬

উদ্যোগ : নিয়ন্ত্রণে আনার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করেছেন। সংশ্লিষ্টরা জানায়, চলতি শিক্ষাবর্ষে মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজে অবৈধভাবে প্রায় ৮০০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করানো হয়েছে। প্রতিষ্ঠান প্রধানের বিরুদ্ধে বিদ্যালয়ের অর্থ লুটপাট ও আত্মীয়স্বজনদের নিয়মবহির্ভূতভাবে চাকরি দেয়ারও অভিযোগ আছে। বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে নানা অনিয়মের দায়ে শাহান আরা বেগমকে বহিষ্কারও করা হয়েছিল।

ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ রোকেয়া আখতার বেগমের বিরুদ্ধে প্রতিবছরই প্রতিষ্ঠানে অবৈধভাবে ছাত্রী ভর্তির অভিযোগ ওঠে। এবছরও এই প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শ্রেণীতে প্রায় সাড়ে ৪০০ শিক্ষার্থীকে অবৈধ প্রক্রিয়ায় ভর্তি করা হয়েছে। এসব শিক্ষার্থীর অভিভাবকের কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা আদায় করা হয়েছে বলেও সংশ্লিষ্টরা জানান। নানা অনিয়ম ও ভর্তি বাণিজ্যের দায়ে রোকেয়া আখতার বেগমকে সম্প্রতি বহিষ্কারও করা হয়েছিল।

অপরদিকে মাউশির ঢাকা অঞ্চলের উপপরিচালক রেবেকা সুলতানার বিরুদ্ধে নিজ প্রতিষ্ঠানে নানা ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। গত মাসের ২৫ তারিখে তার দপ্তরের কর্মকর্তারা ঘুষ, দুর্নীতি, অনিয়ম, প্রশাসনের অর্থ আত্মসাৎ ও কর্মচারীদের দুর্ব্যবহারের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে দিনভর বিক্ষোভ করে। তারা অবিলম্বে রেবেকা সুলতানার অপসারণ দাবি করলেও রহস্যজনক কারণে তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।

বিতর্কিত ব্যক্তিদের কমিটিতে রাখা প্রসঙ্গে মাউশির পরিচালক (মাধ্যমিক) প্রফেসর জাকির হোসেন সংবাদকে বলেন, অধ্যক্ষ শাহান আরা বেগম, অধ্যক্ষ রোকেয়া আখতার বেগম ও মাউশির ঢাকা অঞ্চলের উপপরিচালক রেবেকা সুলতানাকে কমিটিতে রাখা হলেও কমিটিতে তাদের কোন কর্তৃত্ব নেই। দুর্নীতি ও অনিয়ম যারাই করবে তাদেরকে ছাড় দেয়া হবে না বলেও তিনি জানান। তিনি জানান, বিতর্কিত ব্যক্তিদের ইতোমধ্যেই সতর্ক করা হয়েছে।

কমিটির কার্যক্রম সম্পর্কে তিনি বলেন, শিগগিরই রাজধানীর ৪০/৫০টি প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের নিয়ে একটি কর্মশালা করা হবে। কর্মশালা থেকে প্রতিষ্ঠানগুলোর নানা অনিয়ম, দুর্নীতি, বাড়তি ফি আদায় ও ভর্তি বাণিজ্য বন্ধে করণীয় নির্ধারণে সুপারিশমালা তৈরি করে মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়া হবে।

কমিটির এক সদস্য জানান, প্রাথমিক অবস্থায় রাজধানীর ৫০টি স্কুল ও কলেজকে হলুদ তালিকাভুক্ত করে কমিটির কার্যক্রম শুরু হচ্ছে। যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে তালিকাভুক্ত করে দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রম শুরু হচ্ছে সেগুলোর মধ্যে দেশের শীর্ষস্থানীয় ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, ধনিয়া এ কে উচ্চবিদ্যালয় এন্ড কলেজ, ক্যামব্রিয়ান স্কুল এন্ড কলেজ, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, উত্তরা গার্লস হাই স্কুল, মতিঝিল মডেল হাই স্কুল এন্ড কলেজ, মিরপুর গার্লস হাই স্কুল, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, তেজগাঁও মডেল হাই স্কুল, তেজগাঁও কলেজ, বিসিএস হাই স্কুল, মাইলস্টোন স্কুল এন্ড কলেজ, মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অন্যতম।

সংশ্লিষ্টদের তথ্যমতে, সরকার থেকে মাছুলি পে অর্ডার (এমপিও) নেয়ার পরও রাজধানীর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতি বছর নানা অজুহাতে অভিভাবকদের কাছ থেকে গলাকাটা ফি আদায় করছে। সরকার নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে প্রতিষ্ঠানে অবৈধভাবে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করে বাণিজ্য করছে। অনেক প্রতিষ্ঠান সরকার থেকে কোন আর্থিক সুবিধা না নিলেও কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিজেদের নিয়মিত ফি আদায়ের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ব্যয় ও নানা সুযোগ-সুবিধা প্রদানের কথা বলে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা আদায় করছে। বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত উন্নয়নের কথা বলে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে টাকা আদায় করে তা লুটপাট করারও অভিযোগ উঠছে অনেক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে।

দুর্নীতিবিরোধী কমিটিতে বিতর্কিত কর্মকর্তাদের রাখা প্রসঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (মাধ্যমিক) ও ওই কমিটির সদস্য আইয়ুব হোসেন সংবাদকে বলেন, প্রাথমিকভাবে কমিটির সদস্যদের বিরুদ্ধেই অভিযান শুরু হয়েছে এবং অধ্যক্ষ শাহান আরা বেগম, অধ্যক্ষা রোকেয়া আখতার বেগম ও রেবেকা সুলতানাকে সতর্ক করা হয়েছে। কমিটির প্রাথমিক সভায় বিতর্কিত অধ্যক্ষদের চরম লজ্জা দেয়া হয়েছে এবং তারা কমিটিতে ওয়াদা করেছে, ভবিষ্যতে আর কোন অনিয়ম-দুর্নীতি করবেন না।

বিতর্কিত ব্যক্তিদের কমিটিতে রাখার যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে আইয়ুব হোসেন বলেন, তারা এখন নিজেদের সংশোধন করছেন। ভবিষ্যতে তারা পুনরায় অনিয়মে জড়ালে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। কাউকেই ছাড় দেয়া হবে না।